দেয়ার লক্ষ্যে গ্রাম আদালতের গুরুত্ব তুলে ধরা জরুরী। এ দিকটি বিবেচনায় রেখে এই প্রকল্পের পক্ষ থেকে ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, গ্রাম পুলিশ, গ্রাম আদালতের স্টাফ ও গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য নানাপ্রকার উদ্দীপ্তকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবিদের সমন্বয়ে কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন (সিবিও) গঠন ও উক্ত সংগঠনকে প্রকল্পের কাজে সম্পৃক্ত করে গ্রাম আদালতকে বেগবান করা ও ইউনিয়ন পরিষদকে একটি ভাল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

### পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:

গ্রাম আদালতকে কার্যকরী করতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করতে প্রকল্পের পক্ষ থেকে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হবে। জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের তদারকি ও মুল্যায়ন কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণ করার ক্ষেত্র ও

সুযোগ সমূহ চিহ্নিত করার জন্য কিছু নির্বাচিত জেলা ও উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। গ্রাম আদালত সফলভাবে পরিচালনায় তদারকি কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ তথা শক্তিশালী করতে সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা পেশ করা হবে।

## গ্রাম আদালত কি?

- গ্রাম আদালত আইন দ্বারা গঠিত একটি আদালত
- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে
- ৫ (পাঁচ) জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান

গ্রাম আদালত যেসব বিষয় নিষ্পত্তি করে থাকে তা নিম্নরূপঃ

### ফৌজদারী বিষয়

- চুরি সংক্রান্ত বিষয়াদি
- ঝগড়া-বিবাদ
- শত্রুতামূলক ফসল, বাড়ি বা অন্য কিছুর ক্ষতি সাধন
- গবাদী পশু হত্যা বা ক্ষতিসাধন
- প্রতারণামূলক বিষয়াদি
- শারিরীক আক্রমণ, ক্ষতি সাধন, বল প্রয়োগ করে ফুলা ও জখম করা
- গচ্ছিত কোনো মূল্যবান দ্রব্য বা জমি আত্মসাৎ

### দেওয়ানী বিষয়

- স্থাবর সম্পত্তি দখল, পুনরুদ্ধার
- অস্থাবর সম্পত্তি বা তার মূল্য আদায়
- অস্থাবর সম্পত্তি ক্ষতিসাধনের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়
- কৃষি শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরী পরিশোধ ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা
- চুক্তি বা দলিল মূল্যে প্রাপ্য টাকা আদায়

## যোগাযোগ


জাতীয় প্রকল্প পরিচালক
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প ও
অতিরিক্ত সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

প্রকল্প ব্যবস্থাপক
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প
বাড়ি নং ১০, রোড নং ১১০, গুলশান ২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮৭৬০২, ৯৮৮৯৯৯৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৬৫৭১
E-mail: info@villagecourts.org
Website: www.villagecourts.org


কেন মোরা যাব দূরের পথে,
ন্যায় বিচার পেতে, চলো যাই গ্রাম আদালতে ...

European Union

Bangladesh

# অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

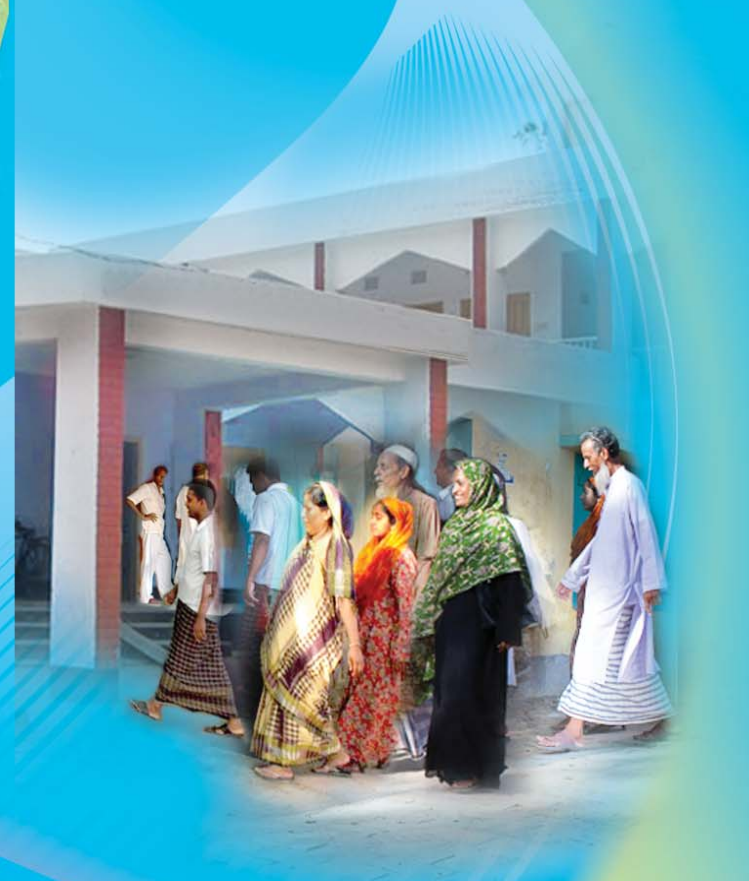

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

## অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ন্যায় বিচারের কোন বিকল্প নেই। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও গণমাধ্যমের রিপোর্ট মতে, বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক আদালত প্রয়োজনীয় লোকবল, সম্পদের অভাবসহ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে প্রত্যাশিত বিচারিক সেবা দিতে পারছে না। ফলতঃ আদালতে অসংখ্য মামলা দিনের পর দিন জমা পড়ে আছে এবং এ ক্ষেত্রে মূলত: সাধারন জনগণের পাশাপাশি গ্রামীণ দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তাদের কাংখিত বিচার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং মামলার জট প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে শত বছরের পুরনো সালিশ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় মিমাংসাযোগ্য বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে থাকে যার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি না থাকলেও সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে অনেক। এই প্রচলিত ব্যবস্থাকে আরো

কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদকে ১৯৭৬ সালে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ-এর মাধ্যমে বিচারিক ক্ষমতা দেওয়া হয় যা ২০০৬ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রাম আদালত আইনে রূপ লাভ করে।

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে ইউনিয়ন পরিষদের বিচারিক কার্যক্রম বিশেষ করে গ্রাম আদালত সাধারণ গতিতে সক্রিয় ছিলনা। এছাড়াও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে এই আইনটির সুবিধা গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ পরিপূর্ণ পাচ্ছিল না অথচ এর সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর।

এ প্রেক্ষাপটে ইউএনডিপি বাংলাদেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে 'অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ' নামে ৫ বছর মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র, নারী তথা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সহজেই সুবিচার প্রাপ্তির সুযোগ পাবে। একইভাবে গ্রাম আদালত কার্যকরী করার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ স্থানীয় সরকারের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

### প্রকল্প এলাকা

প্রাথমিকভাবে ৬টি বিভাগের (ঢাকা, বরিশাল, সিলেট, চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী) ১৭টি জেলার ৭৭ টি উপজেলার ৫০০ টি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত কার্যকরী করার ক্ষেত্রে এই ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্প (২০০৯-২০১৩) কাজ করছে। প্রকল্পভূক্ত জেলাগুলো হচ্ছে পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা, চুয়াডাংগা, নড়াইল, মাগুরা, সিলেট, মৌলভীবাজার, রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, কিশোরগঞ্জ, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর।

### প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

#### সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

গ্রাম আদালত প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচিত ৫০০টি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালতের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। এ প্রকল্প সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য বিচারিক সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে মানবাধিকার পরিস্থিতি ও প্রক্রিয়াকে উন্নত করবে।

#### প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:

১. নারী, দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়ন যাতে তারা তাদের প্রতি সংঘঠিত অন্যায় সমূহের প্রতিকার চাইতে পারে এবং বিচারিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা সৃষ্টি যাতে প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত জনগোষ্ঠির দাবীর প্রতি সংবেদনশীল হয়;

২. কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মানবাধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন পন্থা অবলম্বন করে সামগ্রীক মানবাধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তার উন্নয়ন করা;

৩. নাগরিকদের ক্ষমতায়ন যাতে তারা স্থানীয় পর্যায়ে দ্রুত, স্বচ্ছ ও স্বল্প ব্যয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে;

৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা যাতে স্থানীয় চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হয় এবং কার্যকর গ্রাম আদালতের মাধ্যমে জনগণকে যথাযথ বিচারিক সেবা প্রদান করে;

অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে সঠিক বিচার পেতে,
চলো যাই গ্রাম আদালতে...

### প্রকল্পের কার্যক্রম:

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম নিম্নোক্ত চারটি উপাদানে ভাগ করা হয়েছেঃ

#### আইনী কাঠামো পর্যালোচনা:

এই উপাদানের কার্যক্রমের আওতায় গ্রাম আদালতের প্রচলিত আইনী কাঠামো (যেমন-আইনসমূহ, বিধিমালা ও প্রক্রিয়াসমূহ) পর্যালোচনা করা হবে। গ্রাম আদালতকে আরো কার্যকরী করতে ও উদ্দীষ্ট উপকারভোগীদের কাছে বিচারিক সেবা সহজেই পৌছে দিতে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাবনা সরকারের কাছে তুলে ধরা হবে।

#### দক্ষতা উন্নয়ন:

এই কার্যক্রমের আওতায় গ্রাম আদালতকে কার্যকরী করতে মূলতঃ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, সদস্য, গ্রাম পুলিশ, গ্রাম আদালতের স্টাফ

ও অন্যান্য সুশীল সমাজের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন করা হবে। গ্রাম আদালত বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হবে।

গ্রাম আদালতকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতায়িত করার জন্য বিচার বিভাগের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপন করা হবে। এছাড়াও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগ, সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক অংশীদারিত্বমূলক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। যেমন- বাংলাদেশ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (বিপিএটিসি), জুডিশিয়াল এডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (জেএটিআই), ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট (এনআইএলজি), বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমী (বিসিএসএএ) ও রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমী (আরডিএ)।

#### এডভোকেসী ও যোগাযোগ:

জনসাধারণের মাঝে গ্রাম আদালত সম্পর্কে সঠিক ধারণা পৌছে দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের দোড়গোড়ায় ন্যায় বিচার পৌছে